হইতেছে, তাহাকে শক্তি দিতেছে, মুক্তি দিতেছে, তাহার পথকে লক্ষ্যের অভিমুখে অগ্রসর করিতেছে।

অতএব এই কথাটি আমাদের বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে যে, সত্য সীমাকে পাওয়াই সত্য অসীমকে পাওয়ার একমাত্র পন্থা। নিজের সীমাকে লঙ্ঘন করিলেই নিজের অসীমকে লঙ্ঘন করা হয়। পৃথিবীতে কবিতায় বা কর্ম্মে বা ধর্ম্মসাধনায় যে কোনো মানুষ সত্য হইয়াছে তাহার সহিত অপর সাধারণের প্রভেদ এই যে, সে অসীমের সীমাকে স্পষ্টরূপে আবিষ্কার করিয়াছে, অন্য সকলে সীমাভ্রষ্ট অস্পষ্টতার মধ্যে যেমন তেমন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই অস্পষ্টতাই তুচ্ছ। নদী যখন আপন তট-সীমাকে পায় তখনই সে অসীম সমুদ্রের অভিমুখে ছুটিয়া যাইতে পারে—যদি সে আপনার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া আরো বড় হইবার জন্য আপনার তটকে বিলুপ্ত করিয়া দেয় তাহা হইলেই তাহার গতি বন্ধ হইয়া যায় এবং সে তুচ্ছ বিলের মধ্যে জলার মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে।

এ কথা মনে রাখিতে হইবে আপনার সত্য সীমার মধ্যে আবদ্ধ হওয়া সঙ্কীর্ণতা নহে, নিশ্চেষ্টতা নহে। বস্তুত সেই সীমার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দ্বারাই মানুষ উদার হয়, সেই সীমার মধ্যে বিধৃত হওয়ার দ্বারাই মানুষের চেষ্টা বেগবান হইয়া উঠে। ব্যক্তি, ব্যক্তি হওয়ার দ্বারাই, মানুষের মধ্যে গণ্য হয়; জাতি, জাতীয়ত্বলাভের দ্বারাই সর্ব্বজাতির মধ্যে স্থান পাইতে পারে। যে জাতি জাতীয়তা লাভ করে নাই, সে বিশ্বজাতীয়তাকে হারাইয়াছে। যে লোক বড় লোক সেই লোকই সকলের চেয়ে বিশেষ করিয়া নিজেকে পাইয়াছে। যে ব্যক্তি নিজেকে পাইয়াছে তাহার আর জড়তার মধ্যে পড়িয়া থাকিবার জো নাই—সে আপনার কাজ পাইয়াছে, সে আপনার স্থান পাইয়াছে, সে আপনার আনন্দ পাইয়াছে—নদীর মত সে বিনা দ্বিধায় আপনার বেগে আপনিই চলিতে থাকে—তাহার সত্য সীমাই সত্য পরিণামের দিকে তাহাকে সহজে চালনা করিয়া লইয়া যায়।

আবিরাবীর্ম্মএধি। যিনি প্রকাশস্বরূপ, তিনি আমার মধ্যে, আমারই সীমার মধ্যে প্রকাশিত হউন ইহাই আমাদের সত্য প্রার্থনা। যদি আমার সীমাকে অবজ্ঞা করি তবে সেই অসীমের প্রকাশকে বাধা দিব। পাহি মাং নিত্যম্—আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর! আমার সত্যের মধ্যে সীমার মধ্যে আমাকে রক্ষা কর—আমি যেন সীমার বাহিরে আপনাকে হারাইয়া না ফেলি। আমি যাহা পূর্ণরূপে তাহাই হইয়া যেন তোমার প্রসন্নতাকে তোমার আনন্দকে সুস্পষ্টরূপে নিজের মধ্যে অনুভব করি; অর্থাৎ আমার যে সীমার মধ্যে তোমার বিকাশ সেই সীমাকেই আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়া আমি যেন নিজের জীবনকে কৃতার্থ করিতে পারি, ইহাই আমার অস্তিত্বের মূলগত অন্তরতর প্রার্থনা।

লণ্ডন। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পরাভব।

সাহানা—দাদ্‌রা।

হার-মানা হার পরাব তোমার গলে!
দূরে রব কত আপন বলের ছলে!
জানি আমি জানি ভেসে যাবে অভিমান,
নিবিড় ব্যথায় ফাটিয়া পড়িবে প্রাণ,
শূন্য হিয়ার বাঁশিতে বাজিবে গান,
পাষাণ তখন গলিবে নয়নজলে!
শতদল দল খুলে যাবে থরে থরে,
লুকানো রবে না মধু চিরদিন তরে॥
আকাশ জুড়িয়া চাহিবে কাহার আঁখি,
ঘরের বাহিরে নীরবে লইবে ডাকি,
কিছুই সে দিন কিছুই রবে না বাকি,
গভীর মরণ লভিব চরণতলে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্বরলিপি।

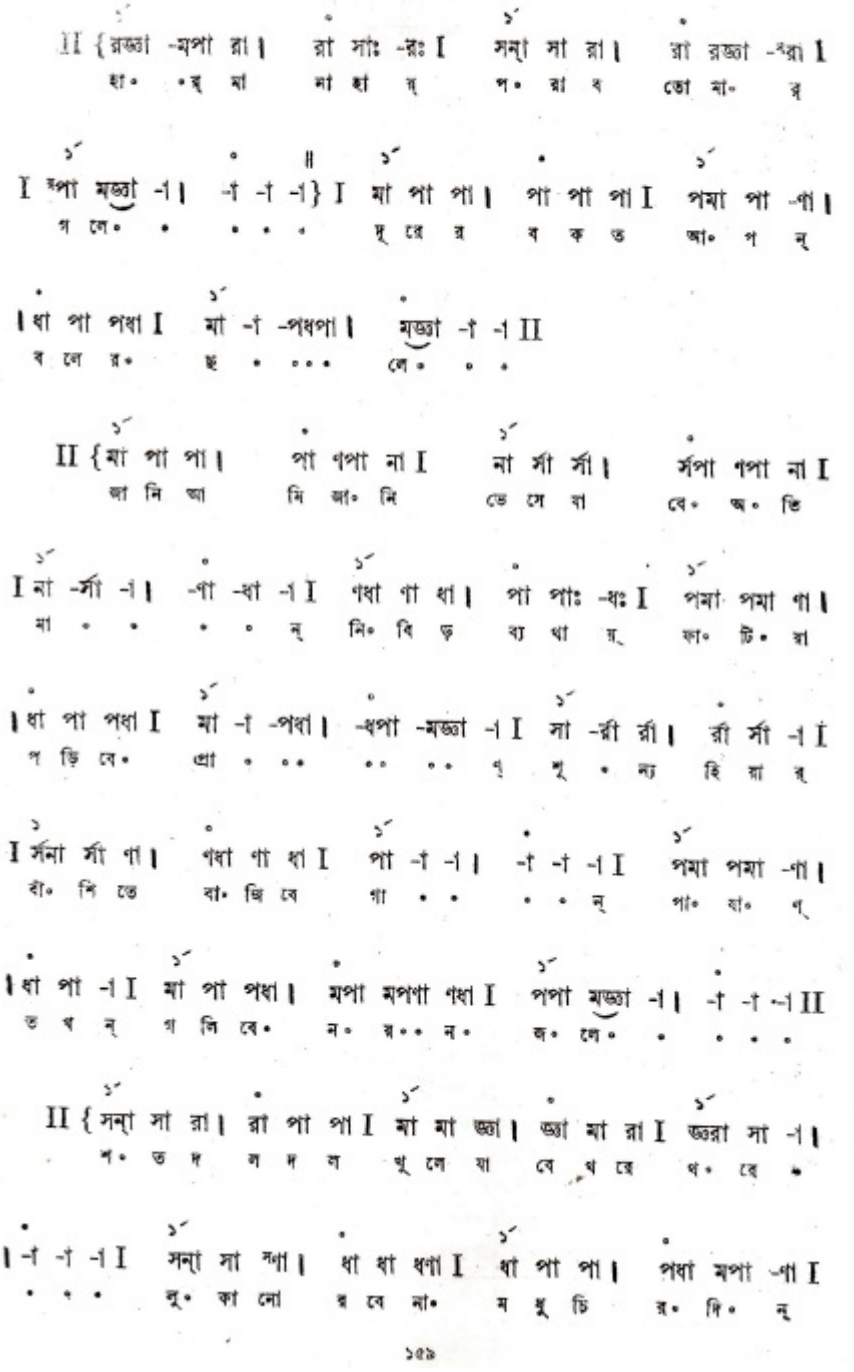

১´ ০ ১´ ০
II {রজ্ঞা -মপা রা। রা সাঃ -রঃ I সন্‌া সা রা। রা রজ্ঞা -স্রা I
হা॰ ॰য়্ মা না হা য়্ প॰ রা ব তো মা॰ র্

১´ ০ ‖ ১´ ০ ১´
I স্পা মজ্ঞা -া। -া -া -া} I মা পা পা। পা পা পা I পমা পা -া।
গ লে॰ ॰ ॰ ॰ ॰ দূ রে র ব ক ত আ॰ প ন্

০ ১´ ০
। ধা পা পধা I মা -া -পধপা। মজ্ঞা -া -া II
ব লে র॰ ছ ॰ ॰॰॰ লে॰ ॰ ॰

১´ ০ ১´ ০
II {মা পা পা। পা ণপা না I না র্সা র্সা। র্সপা ণপা না I
জা নি আ মি জা॰ নি ভে সে যা বে॰ অ॰ ন্তি

১´ ০ ১´ ০ ১´
I না -র্সা -া। -পা -ধা -া I ণধা ণা ধা। পা পাঃ -ধঃ I পমা পমা পা।
মা ॰ ॰ ॰ ॰ ন্ নি॰ বি ড় ব্য থা য়্ ফা॰ টি॰ যা

০ ১´ ০ ১´ ০
। ধা পা পধা I মা -া -পধা। -ধপা -মজ্ঞা -া I সা -র্রা র্রা। র্রা র্সা -া I
প ড়ি বে॰ প্রা ॰ ॰॰ ॰॰ ॰॰ পূ পূ ॰ ন্য হি য়া র্

১ ০ ১´ ০ ১´
I র্সনা র্সা ণা। ণধা ণা ধা I পা -া -া। -া -া -া I পমা পমা -া।
বাঁ॰ শি তে বা॰ জি বে গা ॰ ॰ ॰ ॰ ন্ পা॰ যা॰ ণ্

০ ১´ ০ ১´ ০
। ধা পা -া I মা পা পধা। মপা মপণা ণধা I পপা মজ্ঞা -া। -া -া -া II
ত থ ন্ গ লি বে॰ ন॰ য়॰॰ ন॰ জ॰ লে॰ ॰ ॰ ॰ ॰

১´ ০ ১´ ০ ১´
II {সন্‌া সা রা। রা পা পা I মা মা জ্ঞা। জ্ঞা মা রা I জ্ঞরা সা -া।
শ॰ ত দ ল দ ল খু লে যা বে থ রে থ॰ রে ॰

০ ১´ ০ ১´ ০
। -া -া -া I সন্‌া সা ণ্ধা। ধা ধা ধণা I ধা পা পা। পধা মপা -া I
॰ ॰ ॰ লু॰ কা নো র বে না॰ ম ধু চি র॰ দি॰ ন্

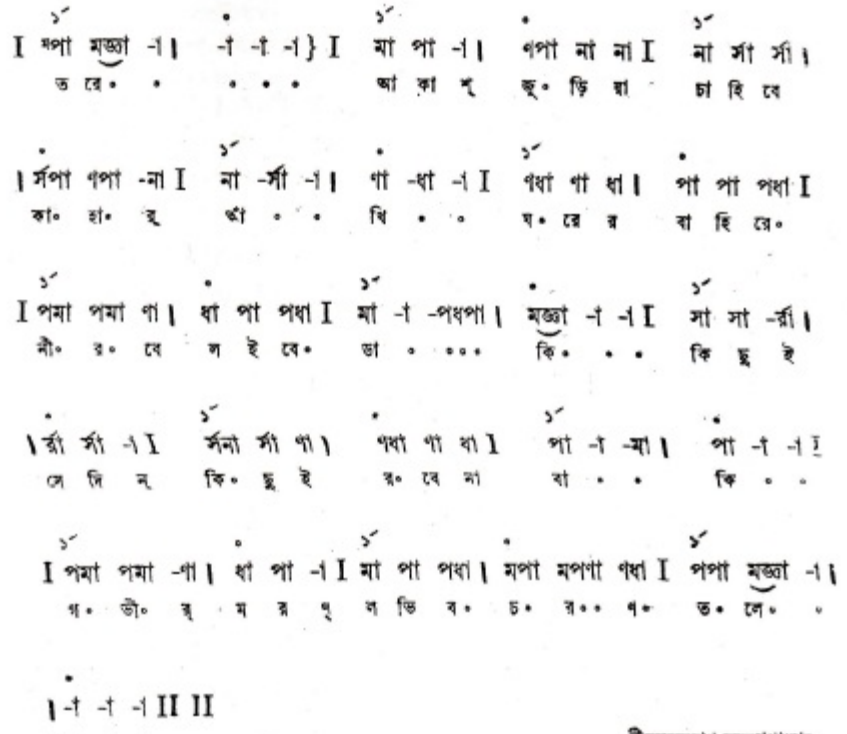

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বেদান্তবাদ

সপ্তম প্রপাঠক

শুদ্ধাদ্বৈতবাদ

শ্রীবল্লভদর্শন

(২)

পূর্ব্ব প্রপাঠকে আমরা শুদ্ধাদ্বৈতবাদের মূল তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছি, অদ্য সেই মতে জীব, ব্রহ্ম ও বন্ধ-মোক্ষ-প্রভৃতির স্বরূপসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

"হে শ্বেতকেতু, তুমি তাহা" ইত্যাদি বাক্যে * জানা যায় যে, জীব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, আবার "জীব-লোকে আমারই অংশ জীব" এই বাক্যে † জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলিয়া জানা যায়। "অগ্নি হইতে যেমন ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গসমূহ নির্গত হয়, সেইরূপ এই আত্মা হইতে সমস্ত প্রাণ, সমস্ত ভূত নির্গত হয়," এই বাক্যও ‡ তাহাই বলিতেছে। এতদনুসরণে বল্লভদর্শনে এই উভয়ই স্বীকৃত হয়—জীব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, এবং তাহা তাঁহার অংশ। অন্যান্য বৈষ্ণব দর্শনের ন্যায় এই মতেও জীবের পরিমাণ অণু।

এখন কথা হইতেছে, জীব যদি ব্রহ্মের অংশ হইল তবে তাঁহার সহিত ইহার প্রভেদ কি? অগ্নি হইতে নির্গত স্ফুলিঙ্গ যেমন অগ্নিস্বরূপই, অগ্নির যে সমস্ত ধর্ম্ম থাকে স্ফুলিঙ্গেরও তৎসমুদয় থাকে, সেইরূপ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম হইতে নিঃসৃত—তাঁহার অংশভূত জীবও সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম হইতে সচ্চিদানন্দরূপই অংশ নির্গত হইয়া থাকে। কিন্তু সৎ, চিৎ ও আনন্দ এই তিন অংশের মধ্যে সৎ-অংশ প্রবলীভূত হয়, এবং তজ্জন্য আনন্দ-অংশ তিরোভূত হইয়া যায়। আনন্দ-অংশের তিরোভাবই জীবত্বের হেতু। § কেন সৎ-অংশ প্রবলী-

* ছান্দোগ্য, ৬. ৮. ৭, ইত্যাদি।
† গীতা, ১৫. ৭।
‡ বৃহ., ২. ১. ২০।
§ "আনন্দাংশস্য পূর্ব্বমেব তিরোহিতো যেন জীবভাবঃ"—অনুভাষ্য, ৩. ২. ৫।